শুক্তি

পত্রিকা ২০১৪-১৫

SANTIPUR COLLEGE

ESTD : 1948

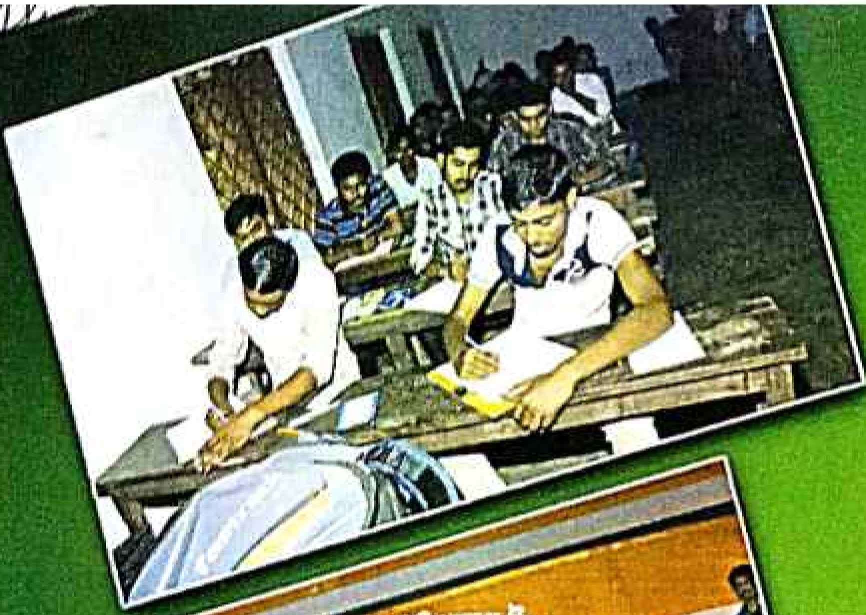

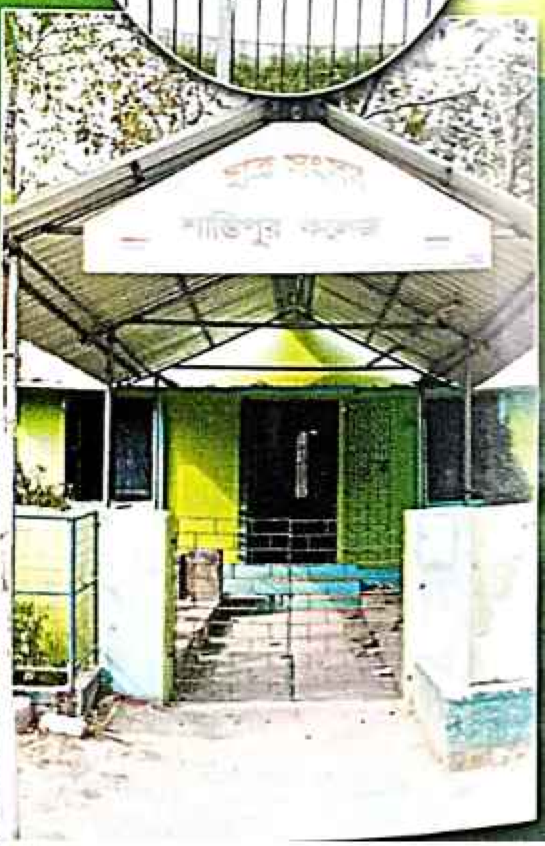

শুক্তি

বার্ষিক পত্রিকা

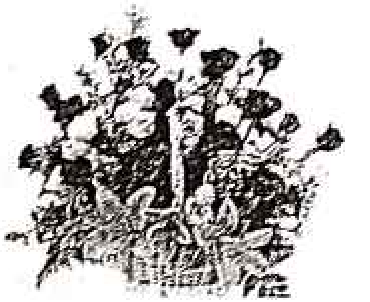

ছাত্র সংসদ

শান্তিপুর কলেজ

২০১৪-১৫

শান্তিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ (১০১৫-১৬)

সভাপতি	ঃ	শ্রী রতনেশ্ মিশ্র
সহঃ সভাপতি	ঃ	পরেশ বিশ্বাস (V.P.)
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	মনোজ সরকার (G.S.)
সহঃ সাধারণ সম্পাদক	ঃ	ফিরোজ আলি সেখ (A.G.S.)
মুখ্য সচেতক	ঃ	গোলাপ সেখ (C.W.)
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	সুখেন নাথ
লাইব্রেরী সম্পাদক	ঃ	অপূর্ব সরকার ও সুরজিৎ সরকার
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ	শুভঙ্কর প্রামাণিক
পত্রিকা সম্পাদক	ঃ	পিন্টু সরকার ও রণাপ্রসাদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	সুমন দত্ত

কলেজ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

ইংরাজী বিভাগ ঃ

১। শ্রী অভিজিৎ ঘোষ, এম.এ. (ইংরাজী)

২। শ্রী অনির্বাণ ভট্টাচার্য, এম.এ. (ইংরাজী)

৩। শ্রী সঞ্জয় দেবনাথ এম.এ. (ইংরাজী) আংশিক

৪। শ্রী অমান কুমার শী, এম.এ. (ইংরাজী) আংশিক

বাংলা বিভাগ ঃ

১। শ্রী শঙ্কর কুমার ঘোষ, এম.এ. (ডবল); এল.এল.বি. এম.ফিল

২। ডঃ শুচিস্মিতা সান্যাল, এম.এ., পি.এইচ.ডি.

৩। শ্রীমতী সমাপ্তা শিকারী, এম.এ.

৪। শ্রী শীতল কুমার দাস, এম.এ.বি.এড. (সরকারী আংশিক সময় কালীন অধ্যাপক)

৫। শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্তী, এম.এ., বি.এড. (অতিথি অধ্যাপক)

গণিত বিভাগ ঃ

১। শ্রী রাজেশ মিত্র, এম.এস.সি., এম.ফিল.

২। ডঃ নিরঞ্জন গুহ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.

৩। ডঃ অমরজিৎ কুণ্ডু, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.

৪। শ্রী অসীম বিশ্বাস, এম.এস.সি., এম.ফিল.

৫। ডঃ মামুন এ.আর.রশিদ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঃ

১। ডঃ অসীম পাল, এম.এস.সি. পি.এইচ.ডি.

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঃ

১। ডঃ বিনয় ঘোষ, এম.এস.সি.পি., এইচ.ডি.

২। পার্থ সাহা, এম.এস.সি.

৩। সন্দীপ হালদার, এম.এস.সি.

ইতিহাস বিভাগ ঃ

১। শ্রী বিমান সমাদ্দার, এম.এ.

২। শ্রী সুব্রত রায়, এম.এ.বি.এড.

৩। শ্রী মনোশান্ত বিশ্বাস, এম.এ. (বিয়োগে)

৪। শ্রী অলক কুমার বিশ্বাস, এম.এ.

৫। শ্রী রামকৃষ্ণ মণ্ডল, এম.এ. (সরকারী আংশিক সময় কালীন অধ্যাপক)

৬। শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, এম.এ. (আংশিক অধ্যাপক)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঃ
১। শ্রী কিংকর মণ্ডল, এম.এ., বি.এড.
২। শ্রী কালিপদ সাহা, এম.এ. (সরকারী আংশিক সময়কালীন অধ্যাপক)
৩। শ্রী সুশান্ত সরকার, এম.এ. (ডবল), এম.ফিল. (আংশিক অধ্যাপক)
৪। শ্রীমতী স্বাতী চক্রবর্ত্তী, এম.এ., বি.এড.

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ ঃ
১। ডঃ জ্যোর্তিময় গুহ, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
২। ডঃ আত্রেয়ী পাল, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
৩। ডঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
৪। ডঃ অনিত গঙ্গোপাধ্যায়, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
৫। ডঃ পলাশ দাস, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি.
৬। শ্রী চিন্তাহরণ মজুমদার, এম.এস.সি., বি-এড.

কম্পিউটার বিভাগ (মেজর) ঃ
১। মিত্রা দে (আংশিক)
২। জয়িতা দাস (আংশিক)

শারীর শিক্ষা বিভাগ ঃ
১। শ্রী বাস দাস, এম.এ., এম.পি.এড. (অতিথি)
২। সাবীর আলি সেখ (বি.পি.এড.)

দর্শন বিভাগ ঃ
১। শ্রীমতী গোপা ভট্টাচার্য, এম.এ., এম.ফিল.
২। শ্রী চিরঞ্জিৎ রায়, এম.এ.
৩। শ্রী রিপন বিশ্বাস, এম.এ., এম.ফিল. (আংশিক)
৪। শ্রী সত্যজিৎ পাল, এম.এ., বি.এড. (অতিথি)

রসায়ন বিভাগ ঃ
১। ডঃ সৈকত সরকার, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি. (লিয়েনে)
২। ডঃ সঞ্জয় ধারা, এম.এইচ.সি., পি.এইচ.ডি.
৩। ডঃ উমাশঙ্কর সেনাপতি, এম.এই.সি., পি.এইচ.ডি. (লিয়েনে)
৪। ডঃ সুদীপ চ্যাটার্জী, এম.এইচ.সি., পি.এইচ.ডি.

বাণিজ্য বিভাগ ঃ
১। শ্রী অনন্ত কুমার ভক্ত, এম.কম. (বিভাগীয় প্রধান)
২। ডঃ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, এম.কম., পি.এইচ.ডি.
৩। শ্রী নবেন্দু বসাক, এম.কম.

অফিস কর্মী

১। শ্রী অনিরুদ্ধ মোদক

২। শ্রী ফুলা রায়

৩। শ্রী সুশোভন ব্যানার্জী

৪। শ্রী তাপস বণিক

৫। শ্রী অমিত কুমার বিশ্বাস

৬। শ্রীমতী চন্দ্রা সেনগুপ্ত

৭। শ্রী অজয় কুমার ঘোষ

৮। শ্রী প্রদ্যুৎ কুমার দাস

৯। শ্রী উপেন্দ্র কুমার রায়

১০। শ্রী সঞ্জয় দাস (আংশিক)

১১। শ্রী সুবীর মুখার্জী (আংশিক)

১২। শ্রী উজ্জ্বল নন্দী (আংশিক)

১৩। শ্রী বিশ্বজিৎ রায় (আংশিক)

১৪। শ্রী রবিন দাস (আংশিক)

১৫। শ্রী অরিন্দম রায় (আংশিক)

১৬। শ্রী অশোক বিশ্বাস (আংশিক)

১৭। শ্রী অজয় প্রামাণিক (আংশিক)

শান্তিপুর কলেজ পরিচালন সমিতি

১। শ্রী পার্থসারথি চ্যাটার্জী (সভাপতি)

২। শ্রী অজয় দে (শান্তিপুর পৌর প্রধান)

৩। শ্রী রতনেশ মিশ্র

৪। ডঃ ননীগোপাল সাহা (ক: বি: বিদ্যালয় প্রতিনিধি)

৫। শ্রীমতী অর্চনা ঘোষ সরকার (ক: বি: বিদ্যালয় প্রতিনিধি)

৬। শ্রী জ্ঞান প্রামাণিক (সরকারী প্রতিনিধি)

৭। শ্রী শংকর সোম (শিক্ষক প্রতিনিধি)

৮। ডঃ দেব কুমার ভট্টাচার্য্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

৯। শ্রী রতনেশ মিশ্র (শিক্ষক প্রতিনিধি)

১০। ডঃ নিরঞ্জন গুহ (শিক্ষক প্রতিনিধি)

১১। শ্রী উপেন্দ্রনাথ রায় (শিক্ষক প্রতিনিধি)

১২। শ্রী অজয় ঘোষ (শিক্ষক প্রতিনিধি)

১৩। শ্রী মনোজ সরকার (G.S. ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধি)

শুভেচ্ছা বার্তা

সারস্বত সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণকেন্দ্র শান্তিপুর কলেজের ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবান্বিত বার্ষিক পত্রিকা ''শুক্তি'' সানন্দে প্রকাশিত হতে চলেছে। শুক্তির মুক্তর মতো ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার শৈল্পিক নান্দনিক প্রকাশে সমৃদ্ধ হোক ''শুক্তি''। এই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে বর্তমানের সৃষ্টি সাহিত্যবীজ আগামীতে বনস্পতিতে পরিণত হবে - এই আশা রাখি। পাশাপাশি যাদের সার্বিক আন্তরিক প্রচেষ্টায় পরিচর্যায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে চলেছে, তাদের সকলকে জানাই হার্দিক শুভেচ্ছা। ''শুক্তি''র নির্বিঘ্ন প্রকাশ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সফলভাবে তুলে ধরবে - এই শুভ কামনা করি।

শ্রী রতনেশ মিশ্র

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,

শান্তিপুর কলেজ

ছাত্র সংসদ সংবাদ

শান্তিপুর কলেজের বিগত ২০১৫ সালে আমরা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, একটি সংসদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা বিষয়ে সহায়তা প্রদান ও তাদের নানা সমস্যার পাশে সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানো।

আমরা আশা করি এই দায়িত্ব আমরা আন্তরিকভাবে পালন করতে পেরেছি। আমাদের সময়কালের মধ্যে আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছি, কলেজে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে একটি জেনারেটর ক্রয় করিয়াছি। এম.পি. ল্যাডের ঘরগুলি সম্পূর্ণ করেছি। নদীয়া জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের কলেজে Smart Room তৈরী হয়েছে। জেলার মধ্যে আমাদের কলেজে সুষ্ঠু ভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। একদিনও কলেজের পঠনপাঠন বন্ধ হয়নি কোন আন্দোলন বা অন্যান্য কারণে। আমরা ছাত্র ও শিক্ষক মিলিতভাবে কলেজের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনগুলিতে ছাত্রদের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে আমরা জেলার কলেজগুলির মধ্যে আমাদের কলেজকে একটি উন্নততর স্থানে পৌঁছে দেবার শপথ গ্রহণ করেছি।

আমাদের আগামী দাবি সমূহ ঃ

১। কলেজ লাইব্রেরী ও অন্যান্য জায়গায় কর্মী নিয়োগ।

২। ছেলে ও মেয়েদের কমন রুমের উন্নয়ন ও আরও ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় করা।

৩। একটি ক্যান্টিন নির্মাণ।

৪। একটি কম্যুউনিটি সেন্টার নির্মাণ।

৫। ভূগোল, এডুকেশান ও জীব বিজ্ঞানে অনার্স খোলা।

ছাত্র সংসদের পক্ষে,
মনোজ সরকার (G.S.)
শান্তিপুর কলেজ

আমাকে লজ্জা দিও না

জসীম সেখ, বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

জননীর মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারিনি
প্রিয়ার কাছে বসে দুদণ্ড গল্প করতে পারিনি
শিশু কাঁদে তার দুগ্ধ তৃষ্ণায়,
কিন্তু তার মুখে খাবার তুলে দেবার
ফুটো কড়ি নাই
আমি কিসের কবি
আমাকে লজ্জা দিও না।

My First Love Letter

Mainul Alam Shaikh

I don't want to know, who you are,
But I never let you go away far.

Let me hold your hand forever,
I promise I'll not get you hurt ever.

You are the beat of my heart,
I'll never take you apart.

May be I am not perfect,
I'll love you till my last breath, I bet.

Telling the truth, not a lie,
Please say Yes!, Or I gonna die.

বন্ধু

শিবরাম চক্রবর্ত্তী, (Math, Hons, 3rd Year)

বন্ধু মানে না চেয়ে অনেক কিছু পাওয়া
দখিনের জানালার সদ্য খোলা হাওয়া।
হাজারো অচেনার মধ্যে একটি চেনা মুখ
নেই কোনো দুঃখ, কেবলমাত্র সুখ।
ভিড়ের মাঝে ধরে রাখা একটি খানি হাত,
বন্ধু তোমার পাশে, সেদিন কিংবা রাত।

একই ছাতায় যাওয়া, যখন আসে বৃষ্টি
বন্ধু হল ভগবানের এক অপরূপ সৃষ্টি।

বন্ধু মানে, গল্প, আড্ডা আর শেয়ার (Share),
একটু খানি মারামারি, আর অনেকখানি কেয়ার (Care)।

বন্ধু মানে, পাশাপাশি থাকা দুটি সিট,
বন্ধুত্বের নেই কোনো একক, কেজি কিংবা বিট (Bit)।

বন্ধু মানে, প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা
বন্ধু মানে, নিরাশার মাঝে অনেকখানি আশা।

কবিতাটা করছি শেষ, এবার The End,
কেমন লাগলো? যেন বোলো আমার ফ্রেণ্ড (Friend)।

কলেজ জীবন

প্রকাশ মণ্ডল, (Eng. Hons, 3rd Year)

নিয়ে চিত্তে কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে
লিখতে বসেছি আজ নতুন করে
কিছুটা আনন্দ আর বাকিটা বেদনার সাথে

এই তো সেদিন
তোমার আমার হয়েছিল দেখা
স্কুল পাসের পরে;
সেদিন আমি ছিলাম নবীন
তুমি ছিলে আমার একমাত্র বন্ধু,
স্বপ্নে আমার বরন তোমারও আঙিনার মাঝে।।

তারপর কেটে গেছে দুটি বছর,
ক্লাসেদের সাথে হাসি-ঠাট্টার ছলে
রুটিন মেনে ক্লাস করার মধ্য দিয়ে।
রঙ-বেরঙের দিনগুলি কিভাবে গেছে কেটে
বুঝতেও পারিনি, আর বুঝতেও দাওনি আমাকে।।

আজ আমি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র
আজ আমি পুরাতন
কিন্তু তুমি আজও আছ নবীন
ঠিক আগের মতন।
তাই জানালে আমায় বিদায় দিয়ে সম্বর্ধনা;
এই ভাবেই শেষ হলো আমার কলেজ জীবন।।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম তোমার দ্বারে
জানি না কি পেলাম, আর কি দিয়ে গেলাম;
তবে একটা জিনিস হারালাম
তা এই তিন বছরের বন্ধুত্ব।।

একটি অ-কবিতা

অয়ন কুমার খাঁ

তারাও কবিতা লেখে
যাদের ভাগ্যে নেই
তোমার নিয়ে গর্ব করার দম
তাদেরও কবিতা পায়
যাদের কাছে চুম্বনের স্বাদ
মাংসের ঝোল, হলুদ-নুন কম।
তারাও কবিতা লেখে
যাদের কাছে কবিতা, ছড়া
শক্তি-সুনীল, নারীর বিড়ম্বনা
তাদেরও কবিতা পায়
শান্ত-শিষ্ট, মধ্যবিত্ত মনে
(যারা) আর পাঁচজন, আমার মত কবি না।

স্বীকারোক্তি

অমিত পাল

ভালোবাসি...... ভালোবাসি...... ভালোবাসি
তোমায় আমি ভীষণ ভালোবাসি
তাই তোমায় দেখতে চাই
সুন্দর থেকে সুন্দরতম করে।
আমার শিল্পীসত্ত্বা
তোমায় সাজাতে চাই মনের রঙে
কখনো বা সাতরঙা রামধনু রঙ চুরি করে।
তোমার কেশে আন্দোলিত হোক
বিজ্ঞাপনের ঝলক।
তনুদেহ হোক আকর্ষণীয় যৌবনের ফলক।
হোক চঞ্চল হরিণীর মতো কাজল কালো নয়ন।
অধরেতে সুধা অবিরত হোক বরষন।
কিন্তু কে তুমি?
তোমায় এত ভালোবাসি কেন?
নও তো তুমি আমার .... আমার প্রিয়তমা।
তোমায় খুঁজে ফিরি সকল ক্ষণে।
সর্বত্র ঘরে বাইরে এখানে 'ওখানে
হঠাৎ ভাবনার সমাপ্তি হল শেষ খোঁজার
পেলাম খুঁজে দেখলাম তোমায়
একটি নির্জন অপরাহ্নের দীর্ঘ অবসরে
ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়
বিরাট একটা চমক
একটা কঠিন ধাক্কা
এতো সেই তুমি, যাকে আমি ভালোবাসি
আমার প্রতিবিম্ব, আমার অস্তিত্ব,
আমার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যতের বাণী।।

তুমি এসো

পরেশ বিশ্বাস, (V.P.)

আম্র শোভিত সেগুনের বন পথে
অনেক হেঁটেছি আমি।
সহস্র জনের কলরবে
শুধু তোমার স্বর খুঁজেছি আমি।
সমস্ত দিনের শ্রমে
কাতর ক্লান্ত দেহে
শুধু তোমার কথাই
ভেবেছি আমি।
কাতর তৃষ্ণার্ত চোখে
চর্তুদিকে চেয়েছি আমি
দিনের পর দিন গেলো
তোমার আসার আশা ক্ষীণ
আজও আশা রাখি
এসো একবার অন্তত স্বপ্নে হও বিলীন।

নিজস্বী

অয়ন কুমার খাঁ

বিয়ে লেগেছে দেদার মজা
পেড়ে নিলাম ঠুলো-ঝাড়া অ্যালবাম
সবার সামনে জীবনপঞ্জী খোলা
ন্যাপথালিনের গন্ধ ছোঁয়ালাম।

এটা আমার কাকার হাতে তোলা
বয়স যখন মেরেকেটে তিন
দু-পায়ে ভর, স্বাবলম্বী মজা
হাঁটছি একা, বেসামাল, স্বাধীন

পরের পাতা খুলবি না কিছুতেই
গোপন ছবি বেরিয়ে পড়ে পাছে
বাবাও তখন দুষ্টু ছিল খুব
(আমার) দু-হাত দিয়ে লজ্জা ঢাকা আছে।

পরের ছবি স্কুলের মাঠে তোলা
প্রথম প্রেম, প্রথম সিগারেট
তোকেই বলছি, বলিস না কাউকেই
ঘোষ কেবিনেই আমার প্রথম ডেট।

কলেজ জীবন গোপনতার খনি
ওগুলোও তোরা দেখতে ছাড়বিনা
ওইতো পলাশ, নীলুর পাশে বসে
রুমার পাশে লুকিয়ে দেবলীনা।

অ্যালবাম শেষ গল্প-ছবি ঠাসা
লুকোনো ক্ষত, জোড়-বিজোড়ে হাসি
কোনটা মেকি, কোনটা আদিখ্যেতা
সরে যা তোরা, সেলফি তুলে আসি।।

ভবিষ্যত

বাপ্পা মণ্ডল, বি.এ. প্রথম বর্ষ

যখন আমি
স্বপ্ন শতেক আঁকা
বড় হবার সাথে সাথে
বাঁকা পথের রেখা
হাজার হাজার যোজন দূরে
দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ।
ভাবতে গেলে কান্না আসে
হায়রে জীবন রথ
সর্বহারা দেশের মানুষ।
সব হারিয়ে এসে
জীবন অঙ্ক হিসেব সারা
মিলনো না যে শেষে
লেখাপড়া শিক্ষানীতি
মান পত্রের বোঝা
পথে নেমে দেখছি আজ
সমস্তটাই সোজা
দুয়ে দুয়ে চারের হিসেব
গণিত শাস্ত্রে লেখা
জীবন খাতায় লিখতে গিয়ে
সব দেখা যায় বাঁকা
তাই তো বলি বাঁচতে গেলে
হিসেব বদল কর।

স্বপ্ন

নিশির পোদ্দার

একটি ছেলের মন,
　　ডাকিলো সন্ধ্যা শোন,
মেয়ে চাহিলো পিছন ফিরে।
　　মন চাহিলো হাতটা ধরে।
ভয় লাগিলো মনে,
　　কী জানি কী বলে,
তার পাশে মোর মন নিয়ে,
　　স্বপ্নে চলি হাত বাড়িয়ে।।
　　চক্ষু মোর খুলিয়া দেখি,
স্বপ্নে আমি কি যে দেখি,
স্বপ্ন সে তো স্বপ্ন মন কে শান্তি করি,
　　এই একাকী জীবনে কি বা যে করি।।

Love

Ramaprasad Bhattacharjee

3rd year. (Hons.) B.A.

A flower is meant for beauty,
To preserve it is man's duty;

But man Pluck's it
　　for his use
Sometimes, even for decoration
　　and unnecessary use.

But what doth say the ting flower?
"To be at beauty's feet my Life long Prayer"
Whey they make me sift by Beauty
Who be not be pleased to see gaity?

লাল গোলাপ

হাসিবুল শেখ, বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

গোলাপ গাছে কাঁটা বটে
　　তাই বলে ফুল তোলে না
তাও ও মানুষ তোলে
　　পিছিয়ে তো আসে না
আমি তোমার ভালবাসি
　　এই কি আমার দোষ
তুমি যদি কাঁদাও মোরে
　　সুখ যদিও পাও।
আঘাত দিয়ো এমনি করে
　　যদি নতুন জীবন পাও।
জীবন পথে চলতে গিয়ে
　　বন্ধু পেলাম শত
তোমার কথা রাখবো মনে
　　সন্ধ্যা তারার মতো
দুঃখ যদি দাও গো মোরে
　　দুঃখ পাবে তুমি।
এই কথাটি স্মরণ রেখো।
　　শুধু মাত্র তুমি।

জীবন

ঝিমি রায়, বি.এ. প্রথম বর্ষ

জীবন —
একটা খুবই সাধারণ ছোট কথা
জীবন —
এনে দেয় হাসি আনন্দ সুখকে
জীবন—
চাপিয়ে দেয় বেদনা যন্ত্রনা হতাশকে
আবার জীবনই দিতে পারে
জীবনের সব ভালবাসা ভালোলাগার ইচ্ছাপূরণ

তবু একটা জীবনের জন্যই
মানুষ স্বপ্ন দেখে এগিয়ে
চলতে চায়
জীবন কে জীবন থেকে আলাদা করে
নতুন করে কি বাঁচা যায়?
যখন স্বপ্নে দেখা স্বপ্ন গুলো
একটার পর একটা ছন্দ হারিয়ে
ভাঙতে থাকে?

একটা জীবন তো বাঁচতে পারে
আর একটা জীবনকে আঁকড়ে ধরে
তবে কেন!! বার বার ছলনা এসে
কড়া নাড়ায় জীবনের সবচেয়ে
নরম কোমল মনের মধ্যে??

তাই
যে রং জীবনের থেকে বার বার
মুছে যায়
সেই রঙের ছবি এঁকে আর কিছু হবে কি??
যে দিনগুলো এগিয়ে আসছে
সুখের বরন ডালা নিয়ে
সেগুলি কি আলেয়া না সত্যিই কোনো আলোর বার্তা??
একটা জীবন নিয়ে আরও
আরও ভাবনার অনেক কিছু আছে কি?
যখন
স্বপ্ন ভাঙার অট্টালিকার চাপ
এ জীবন আর বইতে পারে না
শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্নের
সান্ত্বনা থেকে বাঁচতে
একটাই পথ এই তুচ্ছ জীবনের
তা হল ছুটি ছুটি আর ছুটি।।

আমি.......

কিংকর মণ্ডল, অধ্যাপক

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কোন পরিবর্তন কী অবগহন/অনুধাবন করতে পারছেন? উত্তরে বলা যায় প্রত্যেকেই হয়তো পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। কিন্তু তা বলতে পারছেন না, কারণ তা মনের ভিতরেই থেকে যায়। প্রকাশ্যে আনতে কোথাও বাধার সম্মুখীন হতে হয়, অথবা ভয় হয়। এই ভেবে যে, 'আমি' বোধ হয় কিছু ভুল করে ফেলছি বা করতে যাচ্ছি আসলে আমরা বর্তমান বড্ড বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি, যেখানে আমি-আমরা-আমাদের, তুমি-তোমরা-তোমাদের, প্রত্যেকের সকলের সমাজের মধ্যে 'আমি' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ছোট-বড়-বৃদ্ধ, ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ প্রত্যেকের মধ্যে এই প্রবণতা প্রকট রূপে দেখা যায়। যদিও এই 'আমি'তেও মানুষ সন্তুষ্ট নয়।

তাই কবি গুরুর ভাষায় বলা যায়—

'কত বড় আমি' কহে নকল হীরাটি
তাই তো সন্দেহ করি সব ঠিক খাঁটি।....

(সঞ্চয়িতা)

কী এখন পরিবর্তন মানুষের মধ্যে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীকে অপমান করতে পিছপা হয় না। শুধু তাই নয় স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ছোট বড়কে, বড় ছোটকে এক ধর্ম অন্য ধর্মকে, এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে অপমান-অসম্মান-অপবাদ করতে বা দিতে এমনকী খুন করতেও দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। মানুষ কী 'আমি'-এর উপরও বীতশ্রদ্ধ, নাকি ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করতে সে ব্যর্থ? পৃথিবীর জন্ম লগ্ন থেকে মানুষ কিছু প্রথা রীতিনীতি মেপে আসছিল যা আন্ধনিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোথায় যেন জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছে। মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবলেও, সে কখনো নিজের কাছে প্রশ্ন করে না যে 'আমি' ঠিক আছি তো? বা 'আমি' যা করছি তা ঠিক করছি তো? কখনো কোন ভুল করিনি তো? আগামীতে কোন ভুল হবে না তো? উত্তরগুলি 'আমি' এর পক্ষে যদি ভাল বা ঠিক পাওয়া যায়, তবে বোধ হয় 'আমি'-আমার-আমাদের-সকলের ভালই হয় এবং কবির ভাষায় বলাও যায়—

'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তবে।'

(কবি কামিনী রায়)

শিশুর শিশু সুলভ আচরণ তথা কাজ যেমন কাম্য- পিতা মাতা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা,

পুলিশ প্রশাসক, ডাক্তার, উকিল, মন্ত্রী, কর্মচারী প্রত্যেকের আচরণ তথা কাজও তেমনি সঠিকভাবে কাম্য। কিন্তু আমরা কী করছি? শিশু কখনো অনাকাঙ্খিত, পিতা-মাতা কখনো বৈপিতৃ-মাতৃসুলভ, শিক্ষক-শিক্ষিকা কখনো অশিক্ষক-অশিক্ষিকা সুলভ, পুলিশ কখনো দর্শক-ধর্ষক সুলভ, ডাক্তার কখনো ডাকাত সুলভ, উকিল কখনো অন্ধ বিচারক সুলভ, মন্ত্রী কখনো অ-সংসদীয় একনায়কতান্ত্রিক সুলভ, কর্মচারী কখনো প্রভু সুলভ, প্রশাসক তথা প্রশাসন কখনো কারুর প্রতিনিধি তথা প্রতিরূপ সুলভ কাজে নিজেকে লিপ্ত করে ফেলছেন সসম্যাটা সেখানেই। এরূপ মোহ 'আমি' এর সম্মান, যশ-আত্মকেন্দ্রিকতা তথা আত্মহননের প্রতিষ্ঠা করতে, নাকি অন্যকে পদচ্যুত-পদলেহন-পদচারনা করতে বর্তমান সমাজে নতুন সংযোজন বুদ্ধিজীবি মহল। তাঁরাও কী 'আমিত্বে' আবদ্ধ, নাকি সর্বজনবিদিত-এ নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায় কারণ এরাও ভালোকে ভালো মন্দকে মন্দ অন্যায়কে অন্যায় কী করা উচিৎ-আর কী করা উচিৎ নয় তা বলতেও, দ্বিধাগ্রস্থ- তিতিবিরক্ত-আত্মকেন্দ্রিক।

তাই জীবনানন্দের ভাষায় —

আমি একা হতেছি আলাদা
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাঁধা?

সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কিছু কাজ কর্তব্য নির্দিষ্ট করা রয়েছে। সকলের কাজ গুলিকে অনুসরণ করে সমাজ অগ্রসর হবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেও কিন্তু সমস্যা- নায়ক-নায়িকা গায়ক-গায়িকা, শিল্পী, বুদ্ধিজীবি তারা তাদের জগৎ ছেড়ে অন্য জগৎ দখলের প্রচেষ্টায় মগ্ন। যার ফলস্বরূপ কোন স্থান শূন্য কোন স্থান অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। শুধু তাই নয় সমাজের প্রতিটি জায়গায় দেখা দেয় অ-সহিষ্ণুতা, অসহযোগিতা, অপারগমূলক কাজকর্ম। এখানেও 'আমি' বিষয়টি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সকলের দৃষ্টির আড়ালে। মানুষ হয়ে ওঠে ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী, স্বার্থান্বেষী, চরিত্রহীন এক যন্ত্রে। কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যায় তাঁর আসল স্বরূপ। তখন সেই 'আমি' না পারে কাজ করতে, না পারে সেখান থেকে সরে আসতে। যদিও মানুষ পারে না এমন কিছু নেই ঠিকই, তদ্‌সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী তাকে সেই বিষয় নিয়ে কাজ করতে দিলে নতুন কোন আশার সঞ্চার হতে পারে। মানুষ হয়ে উঠতে পারে পারদর্শী। সমাজ হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেন মনে না হয় —

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"...

(কবি সুকান্ত)

পুরুষ ও নারী সমাজের বৃহৎ শক্তিরূপে আবির্ভূত। সেই পুরুষ কখনো কাপুরুষের মত কাজে আবদ্ধ আবার সেই নারী কখনো কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজ যেহেতু বৃহদাংশ পুরুষ শাসিত, তাই সেই পুরুষ যদি তার ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হন, পদে পদে যদি আত্ম অহংবোধে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেকে ব্যপ্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন তখন সমাজ তাকে শুধু ঘৃণা নয়, অপাংক্তেয় করে দেয়। যে নারীর গর্ভে পৃথিবীতে আশা, পৃথিবীর সব সুখ গ্রাস করা, তার দেখানো পথে চলা। সেই নারী যখন হয়ে ওঠে সমস্যার কেন্দ্র বিন্দু, তার আচার ব্যবহারে যখন দেখা দেয় দৈন্যদশা, সে হারিয়ে ফেলে সব কোমলতা, নমনীয়তা, সহনশীলতা। তখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে 'আমি' ঠিক আছি তো? উত্তর থেকে যায় অজানা। নারী হয়ে ওঠে অসহিষ্ণু কার্যে পুরুষ শোষিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত পণ্যে। নারী পুরুষ যদি তাদের উন্মাদনা পরিত্যাগ করে স্বাচ্ছন্দতা অনুভব করতে না পারে, তারা যদি তাদের কর্মযোগ্য থেকে সরে এসে অন্যের দ্বারা পরিচালিত পরিমার্জিত, পরিশোধিত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বত্ত্বা হারিয়ে ফেলে সেখানে 'আমি' বলে কিছু থাকে না- থাকে না তাদের অস্তিত্ব থাকে না সমাজের ভারসাম্য। কেন মানুষ পারে না সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ নিতে যে আমরা সঠিক পথে চলবো, সত্য কথা বলবো, নিজের কাছে নিজে জিতবো। আমরা হয়ে উঠবো একে অপরের পরিপূরক-পরিত্রাতা-পরিপূর্ণতম- 'আমি'।

বিশ্বকবির ভাষায় —

... যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়
মন বলে মাথা নাড়ি - এ নয়, এ নয়
যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।

"তুমি পৃথিবীর ......"

সনাতন বিশ্বাস, B.A. Beng (II)

তার চেয়ে রাত্রি ভালো, দূর থেকে দূরে
যাব চলে;
জানি, এ পৃথিবী আর করবে না ক্ষমা,
ইতিহাস খুঁটে খুঁটে দেখি রয়েছ তুমি
তুমি নিরুপমা-

আরও কিছু তোমায় বলব, যেয়ো না
দাঁড়াও, দাঁড়াও তুমি।
নিভৃতে নীশিথের গোপনে
ধেয়ে আসে যেই ঝড়-
আর কেউ না থাক, দুহাতে
জাপটে ধরে-
ধরে রাখে পৃথিবী।

তুমি পৃথিবী, কোনো নিরুপমা
নও জানি,
দু'হাতে কচলে কচলে তোমায় দেখেছি
আমার ক্লেদের কণা
তোমাতে লাগেনি

তবু এ পৃথিবীর ধূসর রক্ত
জীবনের চুল থেকে নখ ঢেকে দেয়
তুমি পৃথিবী, ঊর্ধ্ব নীলাকাশ
ক্ষণে ক্ষণে জোনাকি জ্বালিয়েছ তাই।

কিন্তু আজ হবিষ্যান্নের মতো
মৃত্যু খুঁটে খাই,
দুচোখে বৈরাগ্য নেমে আসে;
তোমায় পৃথিবী মুক্তি দিতে চাই
অথচ, তুমি পৃথিবীর নিরুপমা
এখনও রয়েছে আমার পাশে!

একটি জীবনের কাহিনী

ফিরোজ আলি শেখ, A.G.S

প্রাণবন্ত একটি ছেলে
বছর পঁচিশের হবে,
নানা, চব্বিশ কি ছাব্বিশ
ধুর! কত বয়স, কি এসে যায় তাতে?
কত চঞ্চল, আনন্দ উচ্ছ্বাস
স্বপ্নের সহ দিন গুলি-
এসব স্থায়ী হল না তার।।

অদম্য উৎসাহ, আগুনের তেজ
ছিল তার মনে
অত্যাচার অনাচার করবে না সহ্য
করেছিল পন সে আপনে।
প্রলয় রূপে এসেছিল
করতে বিনাশ,
সমাজের অত্যাচার অনাচারের
ঘটাতে সর্বনাশ।

ছিল সে রাজা সবার নয়নের,
আনবে সে পরিবর্তন
সমাজের কুনিয়মের।
অনাচারের শিকার হতে হল তাকে
পড়ল লাঠি, ভাঙল হাত
সবাইকে বাঁচাতে।

তবুও সে ভাঙল না,
উঠে দাড়াল,
অনাচারের বিরুদ্ধে
গলা চড়াল।

অবশেষে পেল সে জয়
হল সে জি.এস
কলেজে এল সুদিন,
কুশাসনের শেষ।
হঠাৎ একটি ছোট্ট ছেলের
দিকে পড়ল তার নজর
সাহস দেখে সে তার মুগ্ধ হল
বাসলো ভালো ভাইয়ের মত
করল তাকে এ.জি.এস.
আর, ছাত্রদের বলল,
আমি না থাকলেও থাকবেও
থাকবে তোমাদের পাশে।
A.G.S. শান্তিপুর ()(B.A. 3year)
এরই মাঝে জীবনে
এল এক প্রিয়জন
ভালোবাসার আবেগজনিত ভেজা ভেজা
তার মান
প্রিয়জনে স্নেহা সাথি হয়ে
উড়বে সে আকাশে,
হাতে হাত, চোখে চোখ,
কি মধু! হিমেল বাতাসে।
কিন্তু..... হায়রে বিধাতা
সইলো না, সইলো না
সে সুখ তার কপালে।
সব শেষ করে দিয়ে গেল
এক পাশবিক অত্যাচারে।
হঠাৎ এল সেই দিন
একধাক্কায় শেষ হয়ে গেল সব
পড়ল সবার মাথায় বাজ
মায়ের সে কি কান্না,
বন্ধুদের কাউকে থামানো যায় না।

P.T.O.

আসলে সবাই যে ভালোবাসে তাকে
হয়েছে তার Bike accident
কত বয়স হবে তার ?
কি এসে যায় তাতে ?
তাহলে কেন এত মায়া ?
মনে হয়, চারিদিকে
        সবাইকে জড়িয়ে আছে
তার ছায়া।
বেঁধোনা মায়ায়, সময়ে
মাতায় বেধো না,
আমি তোমাদের ভালোবাসার
দাম দিতে পারলাম না।
—এটাই ছিল হয়তো
তার জীবনের শেষ কথা
দুর্গাপুজোর ষষ্ঠির দিনে,
কোনো এক মঙ্গলবার সকালে,
সবাইকে একলা করে,
ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটি,
শেষ হয়ে গেল তার জীবন ইতিহাস
সে চলে গেল
বয়স কতই বা তার ?
কি এসে যায় তাতে ?

জেদ

সাবিরুল ইসলাম, B.A. 1st Year

এক গুয়ে এক ছোট্ট ছেলে,
জেদ তার প্রচণ্ড।
আঙুল দিয়ে ভুল ধরাতে,
পিছু হটতো না কখনো।
ভয়ের সে জানতো না মানে,
সত্যি কে সে ঈশ্বর মানে।
একদিন সে বড় হল,
        ভালো মন্দ বুঝতে শিখল।
নিজের বিপদ উপেক্ষা করে,
        পরের বিপদে এগিয়ে যেত।
পরের ভালো করতে গিয়ে;
        অনেক বাধার সম্মুখিন হল।
দমলো না সে একটুও এতে,
        জেদ তার আরও তীব্র হল।
কষ্টের সে দাম পেল
        মনের মত জায়গা পেল
অবুঝ ছোট্টো ছেলেকে সে,
        হাত ধরে চলতে শেখালো
ভিড়ের মাঝে পরিচয় দিল
        চলার পথের সঙ্গী হল
সব সুবিধা পাইয়ে দিয়ে
চীরতরে হারিয়ে গেল।
আর দিয়ে গেল সব পেয়েও
        সব হারানোর তীব্র যন্ত্রণা।

স্মৃতি লিখন

মধুমিতা বসাক, B.A. 2nd Year

আজ মনে বড় মেঘ করেছে
ঝড়ো হাওয়ায় বৃষ্টি হয়নি
একটুকুও ......
বেশ ভালোছিলাম,
হাসিমুখে সব মেনে নিয়ে।
ভেবেছি ভালো থাকব
আজি থেকে
নতুন করে সব বাধন
আটকে মিলে যাব ঐ বাতাসে—
যেখানে ভালোবাসা নেই,
নেই কোনো দ্বিধা, কোনো নতুন গল্প।
শুধু আছে নিজে ভালো করে
নিশ্বাস ভরে
বেঁচে থাকার আঁকুতি, আর
যা হবে তাকেই আপন করে নেওয়ার
এবং তীব্র উচ্ছ্বাস ......
হ্যাঁ, ভালো থাকবো তোকে
ছেড়ে..... থাকবে আমি
নিজের মত করে.....
কিন্তু.. সকাল থেকে কি যেন হল
ভোলা না ভোলার প্রশ্ন চিহ্নে
আবার আটকে গেছি।
জানিস, যখন মেঘ দেখলাম আকাশে
মনে পড়ল,
ঐ মৌন চোখগুলির কোনায়
একটুখানি জল —
আমায় মনে করে হয়তো, হয়তো বা
আমার ভুল ধারণা।
যখন ঝড় উঠল—
যেন অনুভব করলাম
না পাওয়ার বেদনায়
আমার মনেও কিছু একটা
পরিবর্তন হচ্ছে।
যখন বৃষ্টি পড়ল,
মনে হল,
কিসের যেন এক তীব্র হাহাকার
আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে
স্মৃতির দিকে।
চাইছি না যেতে, মনকে বলছি
ওরে যাস না সেই অসম্পূর্ণ
চেতনার দিকে।
তবু জানিনা কেন
আছড়ে আছড়ে তোর কাছে
ফিরে চলেছি,
মনে পড়ছে অনেক কথা আজ .....
নিজের মত করে।
আজ প্রথম চোখ ভিজছে না
তোর কথামনে করে।
বরং কেমন একটা ভালোবাসে
ফেলার মত হাওয়া
আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।
হয়তো তোর স্মৃতিটাই বড্ড
আপন হয়ে দাড়িয়েছে,
তোর না থাকার বা থাকার
মুহূর্তগুলোই আজ আমার
ভালোলাগার বিষয়
এইসব ভাবতে ভাবতেই কখন যেন
কখন যেন বৃষ্টি নামল খেয়ালই করিনি।
মন বলছে ভিজিয়ে দিই
সব স্মৃতিলিখন..... ভিজে যাক
শরীর মন।
দামাল হাওয়ায় ভেসে যাক্
স্মৃতির সব পালকগুলি,
উড়ে গিয়ে কানে কানে তোকে বলুক
ভালোলাগর, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু তুই
স্মৃতির আঙিনায় কোথাও যেন
তোকে ভুলিনি।

ছুঁচোর কাহিনী

মিঠুন দাস, B.A. 2nd Year

শীতের শেষে ছুঁচোর কাকা
ভাবেন মনে, যাবেন ঢাকা।।
প্ল্যান তো, পাকা পকেট ফাঁকা
কোথায় কাকা পাবেন টাকা।।
শীতের মধ্যে ছুঁচোর মামা
চাপিয়ে গায়ে দেড়শো জামা।।
ঘন্টা দশেক বাজিয়ে ধামা
সাধেন গলা সা-রে-গা-মা।।
শীতের শেষে ছুঁচোর দাদা
চোখে মুখে লাগিয়ে কাঁদা।।
চিবিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা আঁদা
পান্তা খান গাদা গাদা।।
শীতের শেষে ছুঁচোর মেসো
খড়ের গদায় আছেই বেশ ও।।
বলছে সবাই হেথায় এসো
কাঁদবে সুখে দুঃখে হেসো।।
শীতের শেষে ছুঁচোর মাতা...
গায়ে কাঁথা, মাথায় ছাতা।।
চিবিয়ে পান আর দোক্তা পাতা
খুলেই খাতা লেখেন যাতা।।
শীতের শেষে ছুঁচোর মামী
কাঁদেন, কোথায় আমার স্বামী।
খুঁজেই তাঁকে মরছি আমি।।

দ্বি-মশা

পিয়া গোস্বামী, B.A. 2nd Year, Hist Hons

মানব দেহে মশার কামড়
জ্বলে পুড়ে মরে,
অনেক কামড় খাওয়ার পরেও
মানব এগিয়ে চলে।
মশার মতো মানুষ যারা
বিষাক্ত পিশাচ—
গরীবের রক্ত শোষণ করা
তাদেরই কাজ।
মশার মতোই রক্ত খাই
মানুষ মশার দল,
ছল চাতুরীর নেইকো অভাব
সিংহাসন তাদেরই চাই।
কামান আছে ড্রেনের মশার
নেইকো মানুষ মশার
মানুষ মশা মারতে গেলে
সজাগ থাকতে হবে সবার।

শকুন্তলা

সুমিতা প্রামাণিক, B.com. 2nd Year

হায় শকুন্তলা শকুন্ত ললনে
মাতৃহারা হয়ে এসেছিলে তপোবনের লতা বিতানে!
স্বর্গে তুমি পেলে না স্থান অপ্সরা হয়ে
মর্তে ধরনী তোমাকে আপন করিল স্নেহের আলিঙ্গনে
লতা বিতানে জল দিয়ে মাধবীর সঙ্গে সহকারের বিয়ে দিয়ে
পালক পিতা কন্ব ও মাতা গৌতমীর সঙ্গে কতদিন
কত রজনী কেটেছে তা কে জানে?
মাতৃহারা মৃগশিশু মানুষ করেছিলে
আপন স্নেহ ও যতনে।
হায় মৃগ বৎসলা অরণ্যচারিনী
সংসার জ্ঞান বৃক্ষের ফলভোগ করোনি বলে কি আত্মরক্ষার কিছুই শেখোনি?
তাই অতি সহজেই বিদ্ধ হয়েছিলে
দুষ্মন্তের নাগর প্রেমের শর সন্ধানে।
এমনকি তোমার বাসর জাগানি বন্ধু অনুসূয়া প্রিয়ংবদা
রক্ষা করতে পারেনি তোমাকে।
জানি না কোন অপরাধে দুর্বাসার অভিশাপে
দ্বিতীয়বার স্বর্গ চ্যুতা হয়েছিলে তোমার স্বামী সঙ্গ সুখ থেকে
তাই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলে কণ্বাপালয়ে।
সান্তনা খুঁজেছিলে বুঝি নির্জন নির্বাসনে।

জীবন

রাজা পাল, প্রথম বর্ষ (জেনারেল)

স্বপ্ন ঃ জীবন তোমার মুগ্ধ সবুজ ছায়া
আবেশ ঘন পূর্ণ তোমার মায়া।
স্নিগ্ধ করো মরুর উষরতা,
স্পর্শে তোমার উষ্ণ সজীবতা।
প্রশান্তি তাই স্বপ্ন সুরে বাঁধা
জাগাও প্রাণে নূতন প্রাণের সাড়া।

সংগ্রাম ঃ জীবন যখন কুসুম কোমল নয়
ক্ষতি কি তায় আছেই যখন ক্ষয়।
বিশ্ব জুড়ে কর্ম মোদের রয়
শক্তি যখন আছে মোদের
করবোনা আর ভয়।

নৈরাশ্য ঃ জীবন যখন শুষ্ক ঝরাপাতা
মরুভূমির তৃষ্ণা শুধু খাঁ খাঁ।
দৃষ্টি তখন ক্লান্তিতে যায় সরে,
ঝরাপাতার বিষন্নতা শুধু—
মর্মরিত বনস্থলীর পরে।

আশীর্বাদ ঃ তবুও জীবন ভালবাসি তোমায়—
আশা রাখি বাঁচবো তোমার মাঝে
অন্ধকারের পর্দা যাবে ছিঁড়ে—
আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেবে মোরে।

প্রিয়ামুখ

মনি সরকার, 1st Year (General)

ঐ প্রিয়া মুখ বড়ো মধুর স্মৃতি .....
ভোলা যায় না কভু এমন প্রীতি,
খোলা আকাশের চন্দ্রালোকে
এক গুচ্ছ তারার মাঝে,
সুরভিত গোলাপের পাপড়ি হাতে
প্রিয়া এসেছিলো অভিসারে
রজনী কেটেছিল মধুর আলাপনে
মুখোমুখি বসেছিল দুটি হাত ধরে,
শত অব্যক্ত ধ্বনি বলেছি তাকে
এমনি করে যেন আসে বারে বারে।
প্রিয়াও বলেছিল এমনিভাবে
নিশিরাত হলেই আসবে ফিরে,
শত বাঁধাও তাকে রাখবে না ধরে
কতো মিনতি ছিলো দু'জনের তরে
আজ একটি রজনী গেলো পার হয়ে
প্রিয়া আসেনি ফিরে
আর কতো রজনী যাবে এমন করে
শন শন বাতাসে নপুরের শব্দে
প্রিয়ার কথা শুধু মনে পড়ে
নদীর কিনারায় বট ছায়ায়
স্বচ্ছ নদীর জলে প্রিয়ামুখ ভেসে ওঠে।

জাগো ছাত্র সমাজ

সঞ্জিত দাস, B.A. 3rd Year, Hist Hons

সত্যের জয় গানে হয়ে সোচ্চার
ছাত্র মোরা হব হুঁশিয়ার।
অন্যায় প্রতিরোধ, রোধে অবিচার
খাঁড়া হাতে নেবো ধরবো তলোয়ার।
ছাত্ররা আজি তার চাই প্রতিকার,
ব্যর্থ ছাত্র সমদেব হুঙ্কার
অফিস আদালতে বসে সাজানো দরবার
ওরা ভাবে হেতা মোদের নাহি অধিকার।
আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গেলে
ব্যর্থ ছাত্র সম যোগ দাও বেকারের দলে,

মৃত্যুকে পদদলি পাপ রুধিবার
হাতছানি দিয়ে ডাকে খোলা কারাগার।
শহীদের সাজে সাজব একবার
যুব ছাত্র সমাজ চলো দুর্ব্বার।
এরা সেই ফেরাউন, মায়া, ছলনার,
মানুষকে না মেরে মারে অধিকার।
ভাবে তাই নাহি ভয় হাসে হিটলার,
যারে খুশি সাজা দেবে কারাগার।
ছাত্র মোরা, বেকার মোরা, সবাকার
আশা হাতে লয়ে হব হুঁশিয়ার!

অতীত

অপূর্ব সরকার, প্রাক্তন ছাত্র

কতটুকু আর আমি তুমি
কতটুকু পরিচয়
সবটুকু মুছে গেলেও
স্মৃতিটুকু জেগে রয়
যা পেয়েছি প্রথম দিনে
তাই যেন শেষে।
এ জীবনে ধন্য হলাম
এক ক্লাসে বসে,
যাবার আগে রেখে গেলাম
আমার কিছু স্মৃতি।
স্মৃতি তোমাকে বলবে আমার
অতীত দিনের গীতি।
তুমি যখন এগিয়ে যাবে
তোমার যাত্রাপথে
তখন আমার ছোট্ট লিখন
থাকবে তোমার সাথে
অতীত দিনের কথা যখন
পড়বে তোমার মনে
জাগবে শুধু একটি কথা
এক ক্লাসে পড়ার আশা।।

ছাত্র

বিশ্বজিৎ রায়, বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

শান্তিপুরের ছাত্র মোরা
শান্তিপুরেই থাকি
হিন্দু বা মুসলিম হই
বাংলা মাকেই ডাকি
তবু কেন যাই যে ভুলে
ভর্ত্তি করানোর ছলে
শিক্ষকদের মানিনা মোরা
অ-কুকথা বলে।
সবুজ দেশের সবুজ মোরা
এই আশাটি করব,
সবাই কে মোরা সেই প্রীতির
সেঁতুর বাঁধনে বাঁধব
শিক্ষাবাসন শিক্ষা গুরু
যাদের হাতে জীবন শুরু,
তাদের দেওয়া আসিস নিয়ে
জীবন পথে চলব।।

আমি রাতের অতিথি

মনোজ সরকার,(G.S.) বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

আমি রাতের অতিথি
অন্ধকারে সন্ত্র'স সৃষ্টি করা এক বিভীষিকা।
আমি রোমাঞ্চকর শিহরিত প্রাণের ইতিহাস,
কালো বেড়ালের দুটি চোখে মৃত্যুর মরীচিকা।
আমি নিশিপদ্মের ভ্রমর মধুর সন্ধানী
যেন লাস্যময়ী কোন নারীর নিত্যের তালে
আলোর ঝলকানী।
ঐ দিনের সূর্য যখন স্তিমিত হয়ে আসে
তখনই নেশার বোতলের মতো উথলে
ওঠে আমার ড্রিমল্যাণ্ডে
কোন পেচকের উপহাস।
দিনের আলো'তে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ
উজ্জীবিত রাতের অন্ধকারে
প্রতি বুলেটের প্রতিটি আঘাতে
আমার বিবেক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।
তাই শুধু আমি রাতেরই অতিথি।।

একটি ফোঁটা মৌ

নদীর ধারে থাকতো তারা সামনে বালুচর
একটি ফালি জমি ছিল পলিতে উর্বর
চাষ আর বাস একই সাথে হাসি খেলায় কাজ
রোদ আসতো চাঁদ হাসতো ছায়া ফেলতো গাছ
রাতে কখন বাঁধ ভেঙেছে ভাসিয়ে নিলো সব
জলের তোড়ে জলে ছুটেছে মৃত্যু কলরব।
যুকের থেকে হারিয়ে গেলো একটি ফোঁটা মৌ
উথাল পাথাল ভাসছে চাষা খুঁজছে সোনা বৌ।
একটা সময় ভাঙা এল এলো না সেই হাঁসি
ঠমক ঠমক ছমক ছমক লাজুক ভালোবাসি
পাগল চাষা ঘুরে বেড়ায় একটি গানের কলি
মুখে মুখে ও সোনা বৌ একটি কথা বলিত
দিনের পরে দিন গড়ালো ফুরিয়ে এল বছর
খ্যাপা পাগল খুঁজে বেড়ায় বুকের পরশপাথর।।

সন্ধ্যা-প্রদীপ

বিভাস ঘোষ, বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

সূর্যী মামা বসল পাটে গেরুয়া বসন পড়ে,
কুলায় পাখী যাচ্ছে ফিরে কিচির মিচির করে।
পুকুর ঘাটে ভরছে কলস গাঁয়ের কুল বালা
রেণু লয়ে ফিরছে রাখাল বন্ধ করে খেলা।
ঐ দেখা যায় মাঠের পরে সবুজ ঘেরা গাঁয়
বাঁশ বাগানের মাথার নীচে সূর্যী ডুবে যায়।
তুলসী তলে জ্বলে প্রদীপ গাঁয়ের কুলবধূ
শঙ্খ ধ্বনি যাচ্ছে শোনা, উলুর ধ্বনি মধু।
ঢং ঢং ঢং কাঁসর বাজে মন্দির আঙ্গিনায়
আজান ধ্বনি যাচ্ছে শোনা মসজিদেরই ঠাঁই।
মিমবারেতে দাঁড়িয়ে ইমাম যেন সেনাপতি,
নামাজিরা পাইরে হুকুম না হয় খেলাফতি
দীন-দুঃখিনী ভাবছে কত বসে আপন ঘরে
নাই চাল তেল ওষুধ পথ্য থাকবে অনাহারে।
অভাগিনী একটি শিশু কহে আপন মায়
"মাগো তুমি কেমন মেয়ে, প্রদীপ জ্বালো নাই।

শেষ কোথায়

নয়ন গোস্বামি, বি.এ. প্রথম বর্ষ

পৃথিবীর লড়াই শেষ হবার নয়,
আজও অমর উপমায়
তবু তাকে বন্দী করেই
গড়ে উঠেছে পশ্চিমাদের সামাজিকতা
উদ্দেশ্য, ধারণা, যুক্তি তর্ক করেও
পারস্পরিক অসামাজিকতার দিক বাড়াতে,
মানুষের কুক্ষিগত সংসারে
আমরা বিশ্বায়নের পর্যায়ে
লড়াইটা শুরু এখান থেকেই।
শেষ কোথায় জানিনা—
হয়তো প্রজন্মের পর প্রজন্ম
আমাদের অস্তিত্বহীন দর্পণে
মুখ রেখে প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা।